কবিতা সময়জয়ী এক আলেখ্য। কবি তার বই বিক্রি হবে কি হবে না তা কবি জানেন না। কবি শুধু জানেন কলমই তার সব বেদনার উপশম, নিজেকে প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। আফসানা কিশোয়ারের এগারোতম কাব্যগ্রন্ত **"আমি যাই নির্বাসনে"** প্রকাশিত হলো তার অনুপস্থিতিতেই। দেশ, নারী, প্রেম, সমাজবাস্তবতা কবির কবিতার বিষয়বস্তু সব সময়ই। এই বইতেও সেসবের আস্বাদ পাবেন পাঠক।

আফসানা কিশোয়ার ১৯7৮ এর ৮ মার্চ ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি কানাডায় স্বেচ্ছা অবসরে আছেন।

www.afsanakishwar.com এ ওয়েবসাইটে লেখকের পূর্বে প্রকাশিত বইগুলো বিনামূল্যে পড়া যাবে।

ই-বার্তা afsana.kishwar@gmail.com

অন্যান্য
https://www.facebook.com/Lochan78

আমি যাই নির্বাসনে ● আফসানা কিশোয়ার

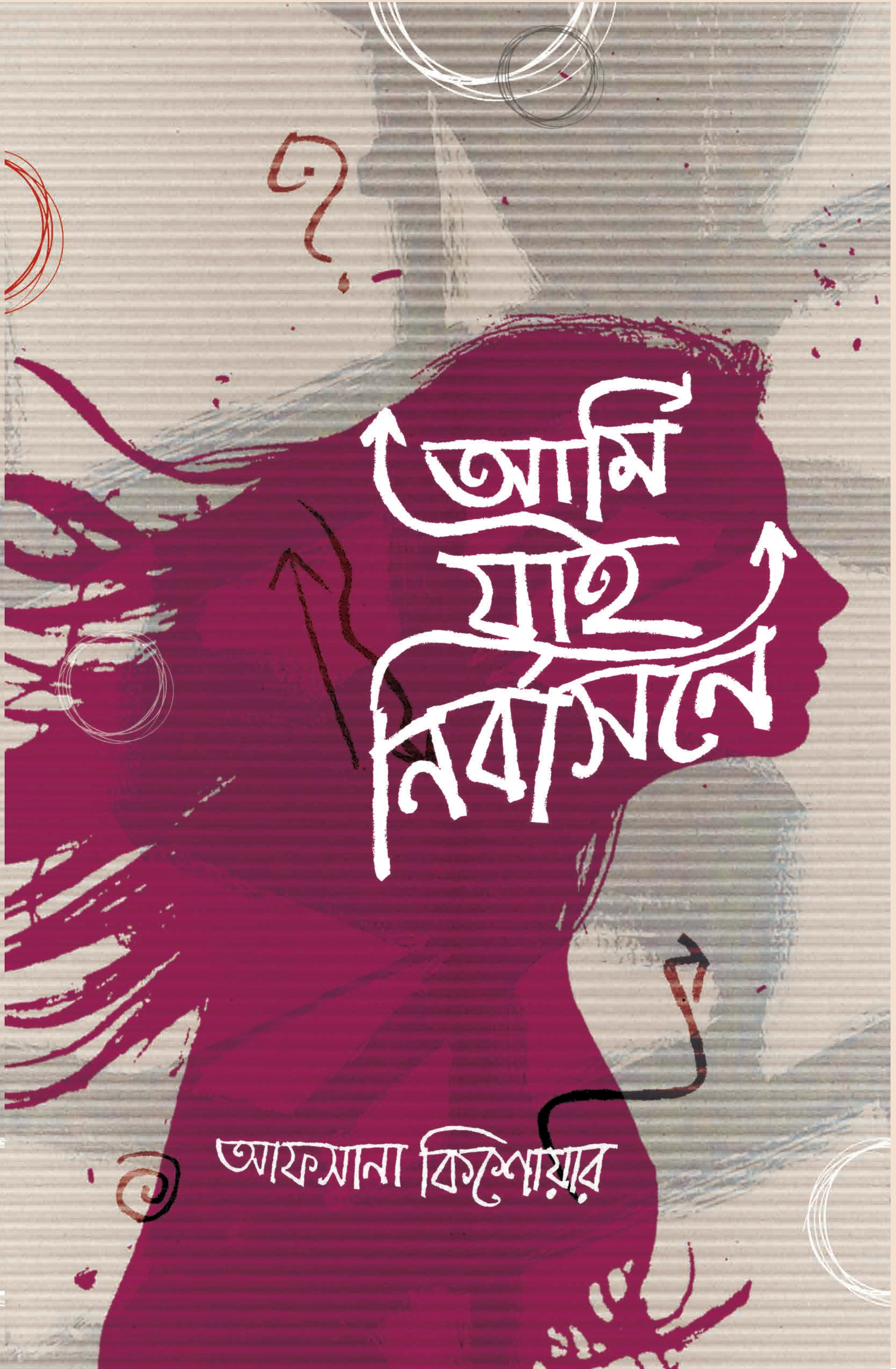


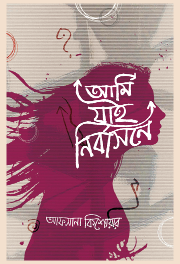


স্থানচ্যুতি সে যে কারণেই হোক মানুষের জীবনে একধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। দেশত্যাগ যে কারও জন্যেই মর্মান্তিক। সেই চেনা পরিসর ও আপনজনদের ছেড়ে আমাদের কবি আফসানা যখন থাকেন তার যে আর্তনাদ তা আমরা শুনতে পাই তার এবারের কাব্যগ্রন্থে। দেশের জন্য যে আবেগ তা প্রথম কবিতাতেই তিনি বলে দিয়েছেন যে স্বস্তিতে বাঁচার আশায় তিনি স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নিয়েছেন। তার অস্বস্তির কারণগুলো কিন্তু তিনি বারবার বিভিন্ন উপলক্ষে বলতে ভুলেননি। জঙ্গীদের হাতে কতল হওয়া একের পর এক ব্লগারের নাম উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন "ধ্বংস হোক বাঙ্গু গুলিস্তান" কবিতায়। একটি হত্যারও বিচার না হওয়া তাকে একই সাথে যেমন ক্রোধান্বিত করেছে তেমনি আশঙ্কাগ্রস্তও করেছে প্রতিনিয়ত। মৌলবাদীদের আস্ফালনকে ধর্মের সাথে রাজনীতি মিশিয়ে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে কিভাবে মানুষকে তার মৌলিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে তার একটি ক্ষুদ্র সমাহার দেখি আমরা "আমি ও আমার ভয়" কবিতায়। এভাবেই সমসাময়িক নানা অসঙ্গতি, প্রেম, প্রতিজ্ঞা, দেশ, বিদেশে থেকে নিজের স্বজনদের জন্য নানা আকুতি নিয়ে একশটি কবিতার সংকলন আফসানা কিশোয়ারের এবারের কাব্যগ্রন্থ **"আমি যাই নির্বাসনে"**।

**প্রকাশিত বই :**

- জীবন যখন যেখানে যেমন *(কবিতা)*
- বিশ্বস্ত আততায়ী *(কবিতা)*
- জেন্ডার জনম *(কবিতা)*
- বারুদ ফিরিয়ে নাও *(কবিতা)*
- করোটিতে মৃত্যু *(কবিতা)*
- অ-পরবের দিন *(কবিতা)*
- ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায় আসে না *(ফিচার সংকলন)*
- জলপাই, অপছন্দ যে কারণে *(কবিতা)*
- পাল্টায় নারী, বাহারি *(কবিতা)*
- পাখি ও সম্রাজ্ঞী *(গল্পসংকলন)*
- ত্রৈরাশিক *(বড়গল্প)*
- শব্দোৎসব *(কবিতা)*
- নস্টালজিয়া *(ছোটগল্পের অণুগ্রন্থ )*
- নিষিদ্ধ ইশতেহার *(অণুকাব্যগ্রন্থ )*
- রোজনামচা : ভালোবাসা *(কাব্যোপন্যাস)*

# আমি যাই নির্বাসনে

# আমি যাই নির্বাসনে

আফসানা কিশোয়ার

appl

একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি

# আমি যাই নির্বাসনে

আফসানা কিশোয়ার

**প্রকাশ** : ফেব্রুয়ারি ২০২১

© কবি

**প্রকাশক**
একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি
এ্যাপার্টমেন্ট # সি-২, বাড়ি # ৭০/১, রোড- ৬/এ
ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন : (+৮৮-০২) ৫৮১৫৬২৬৫, মোবাইল : (+৮৮) ০১৮৫৭৮০০৫১৩
ফ্যাক্স : ৮৮ ০২ ৮১১৭২৭৭, ই-মেইল : applbooks@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.applbooks.com

**প্রচ্ছদ** : আবু হাসান

**মুদ্রক** : কনসেপ্ট কমিউনিকেশন্স, ৫২/১, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
creative.concept.bd@gmail.com
info@conceptdream.com

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৮০৪৫-২৪-৪

মূল্য : ১৩০ টাকা

# উ|ৎ|স|র্গ

পরিবার এবং বর্ধিত পরিবার
বিশেষ কৃতজ্ঞতা : আবু হাসান।
লাকী আক্তার, যে প্রতিদিন তাড়া দিয়েছে
একশ কবিতা লিখে শেষ করতে।

# ভূমিকা

পুরো বিশ্ব আজ থমকে আছে চলমান কোভিড-১৯ মহামারিতে। কিন্তু দেশে দেশে রাজনীতিবিদদের শোষণের তরিকা থামেনি, বিলুপ্ত হয়নি অন্যায়-অত্যাচার। তাহলে কবির কলম কেন থামবে? মহামারিকালে ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যচিত্র ও দুর্নীতির মহোৎসবের খবর পড়ে তাই লিখতে বাধ্য হই কিভাবে পঞ্চান্ন হাজার মানুষ করোনাকালে ঢাকা ত্যাগ করেছে।

ধর্ম ও রাজনীতিকে অঙ্গাঅঙ্গি করে দেশে চলছে শাসনব্যবস্থা। আমার পক্ষে কি এই ব্যবস্থা বদলে দেয়া সম্ভব? আমার আর কোনো ভাষা জানা নেই, তাই জননী ও সর্পখেলার কথা লেখা ছাড়া আমার আর কেনো উপায় থাকে না।

এই বিশ্ব একদিন মারিমুক্ত হবে। আমার মতো অভিমানীরা কিভাবে দেশ ত্যাগ করেছে তা হয়তো একশ বছর পর কেউ জানবেও না। প্রায়ই মনে হয় এই যে এত মানুষের সাথে পরিচয়, তারা আমার অবর্তমানে আমাকে নিয়ে কী বলবে? তারা যেন বলে আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলাম। মানুষের আজন্ম লালিত স্বপ্নসাধ হলো অন্যের চিন্তায় স্থান করা। এই এগারোতম কবিতার বইটি সেই প্রয়াসেই একটি ধারাবাহিক সংযোজন মাত্র।

# সূচিপত্র


আমি যাই নির্বাসনে
আমি ও আমার ভয়
মানুষ মানুষে মিশে যাক
শহুরে শাবক
ছিন্ন করো
জননীর সর্পখেলা
মায়ার উষ্ণতায়
সত্তার কবরবাস
যারা কবি নয়
জিজ্ঞাসা
উপেক্ষার এপিটাফ
ধ্বংস হোক বাঙ্গু গুলিস্তান
সভ্যতার অভিশাপ
মনোরোগ
হাওয়াই মিঠাই ইচ্ছে
করপোরেট ডেরার শেয়াল
কথার ফুলঝুরি
নুনচোখের দিন
ভানে পরিত্রাণ
মিথ্যেতে অবগাহন
অবসর যখন উপভোগ্য নয়
ভুল কাঁধ
আমার থাকা
আদিমাতা
ইথারে জমে অভিমান
প্রাণের কাছে নত হই
ফেরারি সঙ্গ
রাজনীতির বাণিজ্য
উগান্ডার গবেষণা ফল
অনুপস্থিত অধিকার
লড়াই
রাষ্ট্রীয় সার্কাস
গ্রহের ধর্মান্তর
তৃষ্ণা মেটে না
মা বসুক হা হা করা বুকের দাওয়ায়
চলে যাওয়ার পরের সংবাদ
আপন মরূদ্যান
ধর্ষণ বলাৎকারের শাহনামা
জিগোলো খুঁজে নিও
স্ফীত লজ্জার নারী জনম
অপরাধীরা পেনসিল হাতে জেলখানায় ঢুকে যাক
বিলোয়ালি পাখোয়াজ
নীরব দাবানল
তলবিহীন খাদে পরিচয়
সুখের স্বপ্ন
পাল্টাবে না জনপদ
মৃত্যু মানে, সুদূর
পার্চমেন্টে জমা বিপ্লব
চুপ থাকার শপথ
ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায়
বিষণ্নতার ক্ষরণ
মনুষ্য জীবনকে আরতি
মজা মন
প্রবাস মানে মৃত্যু
অনুপম পুরুষের স্বপ্ন মাটি
মুক্ত পাখির সঙ্গম
রেইপডেমিক
বিপ্লবকে ভালোবেসেছিলাম
বিষণ্নতার নেশা

# সূচিপত্র


প্রতিরোধই স্বাদু সঙ্গম
ব্যথা
মন খারাপের গান একাই গাইতে হয়
চুমুকে বিষ উঠুক
করোনা করুক প্রাণসংহার
আলেয়ার নর্থপোল
স্মৃতি
জীবনের সাথে চল
চাঁদের আলোয় বেঁচে থাকা
মৃত্যুর মুজরা
মাথার ভেতর এপিটাফ
আমি একটা প্রেমপত্র লিখতে চাই
ঘর মানে
হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার
আমিই আমার হত্যাকারী
মানবীয় সম্বন্ধ
মুঠোয় তোমার করতল
যদি দেখা মেলে
ভার্চুয়াল সর্বনাশ
বসন্ত আশ্লেষ
পান করো
ত্বকের সংঘর্ষ
বাঁধার পথ
বাতিল হৃদয়ের বেদনা
'তুই' হতে চাই সোনালী প্রেম
খোলস বদলের স্বপ্ন
নিঃসঙ্গতার ক্ষত
দুচোখে শূন্যতা
অন্দরের মৃত্যু
ক্রোধের তর্জনী
আমরা রংধনু
অনুচ্চারিত ব্যথা
নিজেকে ভালোবাসা
আশেকানদের পরীক্ষা
বিধ্বংসী সংঘাত
ব্রাত্যজন
সামাজিক সংবিধান যাপন
নিজস্ব প্রযোজনা
চুম্বনের ফাগুন
মৃত্যুর সাথে জীবনের বলিদান
ক্ষুধাই প্রাণের প্রমাণ

# আমি যাই নির্বাসনে

অনেক হয়েছে উপশমের ছল-চাতুরী
নত হয়ে হয়ে করেছি সম্পর্ক বুননের
তুমুল সব তেজারতি।
চোখের সামনে মানুষের উবে যাওয়া দেখেছি,
ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া শিশুর আহাজারি
অন্যায় অনাচার ধর্ষণ, সব স্বাভাবিক
জীবন যাপনের আবহে প্রতিদিন সয়েছি।
এই যে ভোঁতা মানবীয় অনুভব,
এই যে বীভৎসতার ঊর্ধ্বগামী পারদ,
কেনোকিছু দিয়েই যখন পারছি না ঠেকাতে-
আপন প্রাণ স্বস্তিতে বাঁচাতে, মস্তিষ্কের
উল্টে যাওয়া রুখতে, নিজের মনের কোণে
উচ্চারণ প্রকাশ্য গোপনে-
আমি যাই 'নির্বাসনে'।

# আমি ও আমার ভয়

আমি ও আমার ভয় আজকে ৭ বছর একসাথে থাকি-
আমি ভালোবাসার কথা বলার আগে ভাবি সে কোন মাজহাবের, কোন বিশ্বাসের;
আমি যেকোনো শব্দ উচ্চারণের আগে চিন্তা করি এই শব্দ
কারও অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে ফেললো কি না,
অবমাননা হয়ে গেল কি না কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের!
আমি নিজের পড়া বিবর্তনবাদ, চন্দ্র অভিযান, যে কেনো বৈজ্ঞানিক থিওরি
এখন লুকিয়ে রাখি আমার মগজের অন্দরমহলে
কারণ এসব, সবই বিবিধ অনুভূতির সাথে সাংঘর্ষিক।
আমি রাস্তায় হাঁটলে পাঁচবার পেছন ফিরে তাকাই,
আমাকে কেউ যেকোনো ধর্মীয় জিনিস উপহার দিলে দু'হাত পেতে নিই।
আমার শুধু বামস্তনের নিচে ধুকধুক করা হৃৎপিণ্ডটা হারানোর ভয় করে।

কাজ নেই আজকে কত মাস, ঢাকা শহর থেকে ৫৫ হাজার বাসিন্দা
টাকা না থাকায় চলে গেছে গ্রামে,
করোনাতে ধুঁকে ধুঁকে মরছে কত মানুষ,
পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে গেল,
কত লক্ষ শিক্ষার্থীকে অটো পাস নামক ভ্রান্তির মাকড়শাজালে আটকে দিলো,
কত শিশু-নারী ধর্ষিত হলো, কত মানুষ গুম হয়ে গেল, ডেঙ্গু ধেয়ে আসছে-
আমি এসব নিয়ে কিছু বলতে চাই না,
আমি পদ্মা সেতুর পিলার গুনি, মেট্রোরেলের নকশা দেখি।
আমি প্রতিরাতে ঘুমাতে যাই।
আমার নিজের জন্য ভয় করে, আমি তাকে ঘুমের আগে ভাঁজ করে বালিশের নিচে রাখি,
সব অন্যায়-অবিচার ভুলে যাই,
আমি ও আমার ভয় আজকে ৭ বছর একে অন্যকে বাঁচার তরিকা শেখাই,
আমি নিজেকে হারাতে ভীষণ ভয় পাই,
চলমান এই হৃৎপিণ্ড ছাড়া আমার তো কোথাও কিছু নাই।

# মানুষ মানুষে মিশে যাক

চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু একে অপরকে খুঁজে পাক,
মানুষের সাথে মানুষের মিলন হোক বর্ণিল, এই তো চেয়েছি শুধু!
জলে নেমে যাক মানুষ মাছ হয়ে, ফেলে লেজে থাকা ভিন্নতার শেওলা,
একা না হোক, দলে বাঁচুক, কাওকে না বলুক, তুমি আমার কেউ না!
মাটি দেখি, দেখি সারি সারি পাশ ফিরে শুয়ে থাকা অগণন ছায়া;
বিভ্রান্ত হই কেউ কি আদৌ আছে সেই মাটির নিচে, এ নয় বিভ্রম-কুহক-মায়া!
মানুষ মানুষকে ছোঁয় না কত সহস্র বছর,
তার বুকে মনে মাথায় ভিন্নতার আঁচড়,
অথচ সে জানে যূথবদ্ধতাই আদিম ইতিহাস
সাক্ষী তার বুকের পাঁজর!
এত রক্ত বিভেদ কেন না জেনেই,
স্বজাতকে গেঁথে দিচ্ছে নিয়ে উদ্যত খঞ্জর।

# শহুরে শাবক

ভূমি জলে হয়নি তো আমার জন্ম
আমি শহুরে শাবক, আমার কাছে গুণীজন আশা করে
মানুষটা সুন্দরবন নিয়ে ভাবুক!
সব বৃক্ষ আমার বন্ধু হয়েছে,
সব নদী সমুদ্র আমার আপন-
প্রকৃতিতে সহাবস্থানে করতে চেয়েছি
প্রাত্যহিকতা যাপন।
কেউ পাহাড় কেটে ফেলে,
কেউ নদী খেয়ে ফেলে,
কেউ করে জল সমুদ্র দূষণ,
পুঁজিবাদ মানেই ধ্বংসের তোষণ।
দিনশেষে আধুনিকতা সভ্যতার বড়াই
ফাঁকা বুলি ভিন্ন কিছু নয়,
অযুত নিযুত নারদযজ্ঞে নির্মাণ
ভগ্নপ্রাণের হত্যা, এ ছাড়া আর কী হয়?

# ছিন্ন করো

ছিঁড়ে ফেলো যেখানে যা কিছু আছে
নরম কোমল, পড়ো না লিখো না
স্ক্রিনে এঁটে রাখো দু'চোখ,
খড়খড়ে নীল আলো
কেড়ে নিলে নিক অশ্রুজল।

# জননীর সর্পখেলা

জননী তার পোষা সাপ নিয়ে খেলা দেখাচ্ছিলেন
মগজ খুলে রাখা এক জনপদে,
পারিষদেরা বিনের আওয়াজে দুলছিলেন অহর্নিশ,
কে সাপের কতভাবে প্রশংসা করতে পারে
তা নিয়ে এক দারুণ প্রতিযোগিতা তখন জনপদের বুদ্ধিমানদের ভেতর।
তারা বারবার জননীর খেলার নানা কৌশলে একেবারে সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন।
এদিকে সাপ একই বিনের একই সুরে দিনে দিনে বিরক্ত হতে হতে দুধকলা
খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছিলো।
তার থলেভর্তি বিষে দাঁত কিড়মিড়,
কখনো চেতনা, কখনো সর্পবাদ, কখনো সর্পধর্ম,
কখনো অনুভূতির মারপ্যাঁচেও তার বিষঢালা যাচ্ছিলো না যখন,
পোষা সাপ একদিন খেলা ভুলে সব বিষ জননীর বিনযুক্ত হস্তে উপুড় করে
দিলো।
সেই থেকে ঐ জনপদে কোনো মানুষ রইলো না,
সর্পপদে পরিণত হলো পুরো দেশ,
সেখানে মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যেতে থাকলো পরিত্যক্ত মগজ,
কেউ রাখলো না সর্পপদের প্রতিষ্ঠাতা জননীর খোঁজ।

# মায়ার উষ্ণতায়

অনুমতির তোয়াক্কা না করে বেখাপ্পা বৃষ্টি
ঢুকে যায় হাড়েমজ্জায় একতাল নীরবতাসহ
গভীর বিষাদের, নৈঃসঙ্গতায়;
মানুষের স্পর্শহীন বুকে ঐ জল ছুঁতেই কঠিন বরফ,
আবেগ ছাড়া গলবে না এমন শপথ।
আমি তাকে একটু একটু করে প্রতিদিন আঙ্গুল বুলিয়ে দিই,
বলি জলীয় হও, হও বায়বীয়-সে শোনে না,
সে শুধু জমতে থাকে পরতের পর পরত।
তারপর রোদ ওঠে, একটা দু'টা কাঠবেড়ালি,
সবুজ পাতা এদিক-ওদিক নড়ে ভেসে যায়,
বরফ গলে কাদা হতেই অভিমানেরা
হাত-পা ছড়িয়ে জম্পেশ আছাড় খায়,
মানুষ বাঁচে মায়ার রোদের একটু উষ্ণতায়।

# সত্তার কবরবাস

রাত গভীর হতেই ছয় ফুট গভীর খাদগুলো হেঁটে হেঁটে দেখি,
কখনো একমুঠো মাটি ছুঁড়ে দিই,
কখনো বেলচা দিয়ে চারপাশ ঠেসে দিই
যেন কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে হাত-পা কিছু বের না হয়ে আসে মৃতদের।
বেশ অনেক দিনের কসরতে এই চারজনকে খুন করেছি।
কারো চোখে ছিল শৈশবের এক অবিনাশী আনন্দ ঝলক,
কেউ বা কৈশোরের গ্রীবা-উন্নত ঔদ্ধত্যের স্মারক নিয়ে তাকিয়েছিল অপলক,
একজন তারুণ্যের বিদ্রোহের গল্প বলতে এসেছিল আমাকে হাঁটু মুড়ে-
আমি বাস্তবের হাতুড়ি মেরে একেবারে ঝুরঝুর করে ফেলেছি তার মাথা।
শেষজন ছিল মধ্যবয়সের এক স্বপ্নচারী যে সারাদিনমান
এখানে-সেখানে তারুণ্যের ডেরায় দিনবদলের নকশা আঁকতো,
অন্যায়ের বিপরীতে চিৎকারের গ্রাফিতি দিয়ে ভরপুর করতো
অনলাইন দেয়ালের এমাথা-ওমাথা।
আমার তাদের কারো কেনো ইতিহাস শোনার বা বয়ান জব্দের কোন ইচ্ছা না থাকাতে,
বেশ শক্তপোক্ত খাদে কেনো এপিটাফ ছাড়া মরদেহ ছেড়ে দিয়েছি আলগোছে।
এত সাবধানতার পর ও প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে দেখি
প্রতিটা কবরে জন্মেছে ক্যাকটাস, আমার গল্পেরা আয়োজন করে ফুরিয়েছে,
কেন শান্তি পেল না তবু সত্তার কবরবাস?

# যারা কবি নয়

আমাদের সভা তাহলে আজকে কী নিয়ে হচ্ছে?
জমায়েত হচ্ছে নগরে অনুভূতির কাবজাব নিয়ে।
এই অনুভূতি নিয়ে দর্শনার ছ'টি চিনিকল বন্ধ যখন ঠেকানো যাচ্ছে না,
তখন আমরা খুলনা চলে গেলাম আত্মহত্যার জন্য পাটের দড়ি কিনতে।
সেখানে গিয়ে জানলাম পাটকল পটল তুলেছে, শ্রমিকরাও তুললো বলে।
শ্রমিকদের জন্য পরামর্শ হলো পাটের দড়ি না পেলে
রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে যে অবশেষ আসবে
সেই ছাই গুলে খেয়েও মারা যেতে পারেন।
এই শ্রমিকরা বললো মরার আগে মিঠা পানিতে ছাই গুলে পান করতে চাই।
আইলা ও সিডরের পর থেকে শুধু লবণাক্ত পানি ও চিংড়ির ঘের দেখে দেখে তারা হতাশ।
আমরা খুলনা থেকে প্রস্থানের আগে বাঘশুমারি করতে গিয়ে
তাদের আসন্ন আবাসন সংকটের করুণ চিন্তার মুখোমুখি হলাম।
বাঘদের বললাম, তোমাদের অনুভূতি থাকলে কেইস ঠুকে দিতে পারো।
দেখো খুঁজে ৫৭ ধারার মতো কোনো বাগধারা পেলেও পেয়ে যেতে পারো!
আমরা সম্মত হয়েছিলাম ফুল পাখি লতাপাতা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে কথা না বলার।
হতভাগা পোশাকশ্রমিক কে কবে পুড়ে মরেছে বা আহত হয়েছে
সে নিয়ে তাদের আশি দিন অবস্থান ধর্মঘট
আমাদের বিদেশি পানীয়র মাঝে এমন এক বিষাদ ঢেলে দিলো!
কোনো উল্লাসের আয়োজন যখন আমাদের চাঙা করতে পারছিলো না,
বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালের দ্বারস্থ হতেই
অন্যভুবনের এক শোকগাথার মর্সিয়া দেখতে পেলাম।
আমাদের আলোচনা হচ্ছিলো ময়ূরের পেখম খোলা নাচ নিয়ে
অথচ কে যেন কয়েকটা পেখমে আগুন দিয়ে ছুড়ে দিলো মহাখালীর বস্তির ওপর।
আমরা আগুন ছুড়ে দেয়া মানুষটাকে খুঁজতে গোলটেবিল বৈঠক রেখে
প্রথমবারের মতো অনুভূতি ও চেতনার বেসাতি রেখে সামাজিক কবি হয়ে উঠছিলাম,
আমাদের সবার ভেতর লোরকা মায়াকোভস্কি নেরুদা উঁকি দেবে দেবে করছিল।
এ সময় ছড়িয়ে পড়ল এক দৈববাণী - যে কবি-সাহিত্যিক শিল্পচর্চাকারী,
যে রাজনৈতিক দেশের দুঃসময়ে আওয়াজ তোলে না
তারা এক-একজন আওলাদে হারামজাদা-জাদি।

# জিজ্ঞাসা

তোদের প্রত্যেকের দরোজাতেই বেল বাজিয়েছিলাম,
বলেছিলাম মানুষ জন্মসূত্রে পায় না এমন
একটাই সম্পর্ক আছে সেটা হলো 'বন্ধুত্ব' ।
সামনাসামনি তোরা সবাই সেই কথাতে সায় দিলেও
যার যার ব্যক্তিপরিচয়, অহং, জ্ঞানের মিনার
কেমন করে যেন সবকিছু ছাপিয়ে গেলো ।
আমরা বরাবরের মতো গ্রহ থেকে উপগ্রহ হয়ে উঠলাম ।
কেউ কোনো আর্তনাদের কথা বলতে এলে
আমরা এমনটা সবার হয় বলে এড়িয়ে গেলাম ।
কেউ বসন্তের আনন্দ আহবান
ভাগ করে নিতে এলেও তাতে মতলব খুঁজে পেলাম ।
আমরা এক-একজন মানবিকতা, উদারতা, সহিষ্ণুতা,
অসাম্প্রদায়িকতা, নারীমুক্তি ইত্যাদির আলাপ করলেও
গোষ্ঠীবদ্ধতার পূর্বশর্ত করে নিলাম
'আমার সাথে একমত হতে হবে' এমন ধারণাকে ।
এইভাবে আমাদের আর দেয়ালগুলো ডিঙানো হলো না ।
গড়ে উঠলো না অনেকগুলো মাথার একত্র শক্তির কোন সাংগঠনিক প্রদর্শন ।
কয়েকটি হাতের উষ্ণ করমর্দন,কয়েকজনের বুকের তাপিত আলিঙ্গন,
কিছু মানুষের তুমুল হৈহল্লার দিনগুলো
হারিয়ে গেল এক-একজন 'আমি'র আড়ালে ।
তোরাও কি আমার মতো ভুগিস 'আমি' কে সরালে?

# উপেক্ষার এপিটাফ

এসো মৌনতায় বৃক্ষ হই,
প্রতি শব্দের শেষে দাঁড়িয়ে রই,
ক্লেদ-ক্লান্তি সমারূঢ় সমাপতন
স্পর্শের ভাষায় করি গ্রহণ।
কতকাল এই ত্বকে কেউ আঙুল রাখেনি,
কতকাল এই হাত কেনো অভিমান মাখেনি,
কারও আঙরাখা, কারও অভ্র জড়ায়নি দুপায়ে, ভ্রুতে
কতদিন পিসার ঘণ্টা বাজেনি এই তাপিত রুহতে।
তুমি শুধু দূরে চলে যাও,
আমার বয়সের কড়িবরগা গুনে দেখো,
ওষ্ঠে বিষ উঠে যাবে যে কোনদিন,
এই বিরহ, এই ঘোর জঙ্গুলে নৈঃসঙ্গ হয়ে
মহামারির অনুষঙ্গ,
তোমার প্রতীক্ষায়
আমার এপিটাফ হয়ে ঝুলে যাবে,
করবে না উপেক্ষার ধ্যান ভগ্ন?

# ধ্বংস হোক বাঙ্গু গুলিস্তান

নামগুলো মনে আছে?
রাজীব, সুজন, আরিফ, দীপন, অভিজিৎ,
বিজয়, নীলাদ্রি, জুলহাস, তনয়, বাবু, সামাদ, হোলি আর্টিজান,
বাচ্চু - এভাবে সারি সারি মানুষের কথা উঠে এসেছে
বিশ্বাস অবিশ্বাসের এক রিখটার স্কেলে।
আমরা যখন একে অন্যের স্বাস্থ্য পান করছিলাম
তখন সংশ্লিষ্টরা খতিয়ে দেখছিল কে কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে
ধর্ম নামক অচলায়তনের দিকে অক্ষরের বিন্যাস সমাবেশে।
শব্দের উত্তর এসেছে চাপাতি বন্দুকের স্কন্ধে ভর করে।
আমাদের বিচারের দাবি, বেঁচে থাকার আকুতির বিপরীতে
শুধু শোনানো হয়েছে যদি বাঁচতে চাও কলেমা পড়ে বিশ্বাসী হয়ে যাও।
এখন অনেক বিশ্বাসী যখন নিজেদের ভেতর মাজহাবের বিভক্তিতে কম্পমান,
খুব আউড়ে যাচ্ছে এসব বলেনি 'সংবিধান';
মুখে পদ্মা সেতুর স্প্যান নিয়ে বসে থাকা
পোষা প্রগতিশীল ও বুদ্ধিজীবী ক্ষমতার ইয়ে চাটা সব আয়ুষ্মান।
আমি চাই ধ্বংস হোক পুরো জনপদ,ছাই হয়ে যাক বকবিশ্বাসীদের বাঙ্গু
'গুলিস্তান'।
ভস্মগাদার ওপর হোক নব প্রজন্মের বিশুদ্ধ বিনির্মাণ।

# সভ্যতার অভিশাপ

বুকের ভেতর আছে আজও
এক মানুষ উত্তাপ
ওপরে যে শৈত্য, সে তো
সভ্য হবার অভিশাপ

# মনোরোগ

একা আমি একা তুমি
খুঁজছি কেন নির্জনতা
হাতের ভেতর হাত রেখেও
হাতড়ে বেড়াই একটু উষ্ণতা
এ সত্যটা কেউ জানে না
কোথায় কেটেছে সংযোগ
বেশি বললেই রায় আসবে
ঢংয়ে বাঁচি না, মনোরোগ!

# হাওয়াই মিঠাই ইচ্ছে

ইচ্ছেগুলো হাওয়াই মিঠাই
এক বাতাসেই চুপসে সারা
স্বপ্ন শুধু ঘুমেই থাকে
এক জীবনে হয় না ধরা!

## করপোরেট ডেরার শেয়াল

মন খারাপের বিকেল
মুখ ঘষে সন্ধ্যায় গড়ায়
লেজ কাটা শেয়ালেরা
ঠাসাঠাসি
করপোরেট ডেরায়।

# কথার ফুলঝুরি

তোমাদের এসব কথার ফুলঝুরি
কবে হবে সমাপ্ত
ঈশ্বরও বুঝি এতটা মিথ্যে নয়
যেভাবে তোমরা মনুষ্য প্রাণকে
রেসের ঘোড়া করে দাবড়ে
করছো ক্লান্ত!

# নুনচোখের দিন

তোমাদের মাতোয়ারা সময়ে
আমার নেই কেনো স্থান
তোমরা যখন রঙিন প্রজাপতি
তখন আমার সামনে
স্মৃতির ক্লিক, সাথে অসমাপ্ত
কাজ পাহাড় সমান।

তোমাদের মাঝে জেনো
আমিও ছিলাম ছায়া হয়ে
মন খারাপের নুন
চোখে নিয়ে দিনটাকে
কীভাবে কীভাবে
যেন বিদায় দিলাম!

# ভানে পরিত্রাণ

সহ্য করে করে
দেখেও না দেখার ভান
নিষ্ঠুর বাস্তব থেকে
এভাবে পাই পরিত্রাণ

# মিথ্যেতে অবগাহন

প্রথমে ওরা জেনেছিল
কালো কাপড়েই দূর হবে
এ জন্মের পাপ
তারপর ওরা সম্ভাব্য সব অঙ্গে
মোজা পরলো, কেশেরা চলে
গেল রংবেরঙের কাপড়ের নিচে
এককালে মানুষ মুক্তো এনেছে
সমুদ্র সেঁচে, এখন সেই মানুষেরা
শুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে
দাঁত-মুখ খিঁচে-যেকোনো সহজ
আনন্দ তাদের কাছে পরিত্যাজ্য
নারী মানেই ডেভিলের কাহন,
কোনোদিকে মানুষ দেখি না
সব যেন ছায়া ছায়া, মিথ্যে ভয়ের
ধ্বংসের মাঝে অহেতুক অবগাহন!

# অবসর যখন উপভোগ্য নয়

এ হুতাশনের আবাহন থেকে
সাদা ডানার ঘোড়া যখন
নিতে এলো অবসরের মোহন
বার্তা নিয়ে, জানলাম জোনাকিরা
আলো জ্বালা ভুলে গেছে।
নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের সাথে ঐকতানে
তাবৎ প্রকৃতি ঢেকে গেছে তুষারে,
ভাষা নাকি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে
আন্তর্জাতিক অবরোধের আঁধারে।
এখন আমার অবসর আছে, আছে
কড়ির যোগ,
সঙ্গহীন আত্মা বুঝে পায় না
কীভাবে কী করা
যাবে উপভোগ।

# ভুল কাঁধ

ভুল কাঁধে মাথা রাখার
কাগজে করেছি সই
মেপে চলা বন্দিত্ব
কাঁদায় শনৈঃ শনৈঃ

# আমার থাকা

কথারা জমে জমে গ্রানাইট মার্বেল
এখন আমি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ি
রাতগুলো আগাপাছতলা মুড়িয়ে
আমাকে ফেলে রাখে সময় এক
অন্ধকার টানেল, আমার শব্দ নেই
নেই স্বপ্নের দৌড়ঝাঁপ, বুঝে গেছি
দর্জি হয়ে কোথায় কতটুকু কাটতে হবে
কোথায় কিসের নকশা কী বা তার মাপ!
অক্ষরের পাশে অক্ষর বসে মগজে
চলে না কাটাকুটি, নিজের ভাবনা
নিজে খেয়ে, বাকহীন নিজরাজ্যে
এই বেশ ভালো আছি, কেউ জিজ্ঞেস
করলে বলি 'আছি, মোটামুটি'।

# আদিমাতা

অনেকের কষ্ট মিলে আমার কাছে
তোমার কষ্টের ছবি হয়ে যায়,
তুমি কি মানুষ ছিলে? বা তোমরা!
নাকি আমরা স্বার্থপর সুবিধাবাদী ছিলাম!
ঐ যে নানা মেশিনে ঘেরা তুমি বা তোমরা
অন্তিমযাত্রার সময় ও মায়াটুকু শুধু
আমাদের শক্ত আত্মায় মেখে দিতে চাও,
কিংবা তুমি বা তোমরা না থাকলে
কীভাবে চলবে সংসার নামক
ছোট এক পৃথিবী সেসব ভেবে যাত্রাকে
ঠেকাতে চাও, তুমি বা তোমরা কারা?
এই যে মা বলে ডাকি, আলাদা গন্ধ পাই,
তোমরা তো জানো তোমাদের পাবার কিছু নাই-
তবু কেমন করে পারো এভাবে ভালোবাসতে!
তুমি বা তোমাদের কে আমরা যাদের আদিমাতা
মনে করে ঘ্রাণে ডুবে যেতে যেতে একসময়
একা হয়ে ছেড়ে দেই, সেই যে হাওয়া ছাড়া কাল
কীভাবে পাড়ি দিই!
আমরা যারা মা বা মাতৃসম কারও মৃত্যু
কাছে জেনে আসন্ন হারানোর বেদনায় নীল হই,
তখন হয়তো যন্ত্রপাতির ভিড়ে আরেকবার
প্লাসেন্টা কেটে চলে যাও, ভারী এক দরোজা সরিয়ে,
শুধু নিজেকে চিনবে বলে;
এসব অপার বেদনা অনুবাদহীন পড়ে থাকে
একই জলের গায়ে ডানাভাঙা পাখির শব হয়ে।

# ইথারে জমে অভিমান

তাহলে এই হাঁটা এমনই!
ভালোবাসা মায়া প্রেম
উচ্ছ্বাস অভিমান অগণন,
ইতিহাস হয়ে চাঁদের আলোয়
ভিজেও একার পথেই ঠেলে দেয়!
এর নাম ফুরিয়ে যাওয়া?
এই তবে মরণ!
আহা ঐ যে শিরাজাগা হাত,
সুঁইয়ের খোঁচায় খোঁচায় ক্লান্ত
ক্যানুলা দাগানো হাত, বহু কসরতে
নেড়ে যখন বলো মা এবার যাই,
কেন মনে হয়, তবু থাকো,
আর কিছুক্ষণ, ব্যথার ধাক্কায়
কেঁপে ওঠা বুক দেখেও মনে হয়
হে সাত আসমান, দেখো মা আছে
পাঁজরের নিচে একটি টিমটিম ধুকপুক,
তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন
সেই বুক সমান, তখন জেনে যাই
তার পথে সে চলে যেতে যেতে
আমাদের জন্য রেখে যায়
কখনো না ফুরানো এক রাস্তা,
যেখানে আসলে কারও সাথে কারও
আর কক্ষনো দেখা হয় না- এ বিচ্ছেদ
এক গ্যালাক্সি বেদনা নিয়ে ঝুলে থাকে
ইথারে, মহাশূন্যে, ব্ল্যাকহোলে।

# প্রাণের কাছে নত হই

এসো নত হই প্রাণের কাছে
বেঁচে থাকা, বাঁচিয়ে রাখা
একমাত্র সত্য
বাকি সব আপেক্ষিক
বুঝবে যখন হাঁটছে মৃত্যু
একদম আশেপাশে !

# ফেরারি সঙ্গ

বিষাদ উচ্চ রক্তচাপ
মধ্যখানে গুঁজে দেয়া
সিডেটিভ, ঘুমই
একমাত্র পরিত্রাণ
অনন্ত যাত্রার আগে;

শুধু নিদান আছে
নেই কারণ অনুসন্ধান,
আশি ভাগ ক্ষয়ে যাওয়া
বিশ ভাগ মায়া দিয়ে
স্বাভাবিক থাকা কী নিয়ে!

এখনো বেতবন এখনো
মৃত নক্ষত্রের জন্য আহাজারি
ছিঁড়ে যাওয়া সেলাইয়ে
কেউ দেয়নি উপশমের
আলিঙ্গন, সঙ্গ হয়েছে ফেরারি!

# রাজনীতির বাণিজ্য

আকাশের একা তারাও এত ক্লান্ত হয় না
ঢঙ্গী চাঁদের ঢলানিতে, যতটা শ্রান্তি
নেমে এসেছে মগজে এক-একটি হত্যার পর
মানবতার নাটক দেখে।

একদল বলে তোমরা সেজদা দাও, আমরা
পাহারা দেব। আরেক দল মন্দির খুলে বলে
পড়ো তোমার প্রভুর নামে যা পড়তে চাও।
কেউ মাথায় কাপড় জড়িয়ে মৃতদের গ্রন্থ
পাঠ করে রাষ্ট্রীয় কাজ শুরুর কাণ্ড ঘটায়।

সহজ কথা সত্য করে কেউ বলে না-
ঐসব আনুষ্ঠানিকতা ছেঁটে ফেলে, সিনাগগ
প্যাগোডা, মন্দির, মসজিদ ঝেড়ে দিয়ে
মানুষ হয়ে যাও, ধর্মের নিশানা গুঁড়িয়ে
বর্ণ ভুলে বিশ্ব মোড়লদের বাণিজ্যে
আগুন গুঁজে দাও। বলতে পারে না,
কেউ বলবেও না। শুধু শোক, ফুল, পাহারা-
এসবের ক্যারিকেচারে ভরে যাবে মিডিয়া,
অন্যদিকে অস্ত্রের ব্যবসা চাঙা রাখতে
জাতীয়তাবাদের ট্যাবলেট, সাথে ধর্মের
চাটনি গিলে চেটে খাবে বুরবক
হাওয়ার সন্তানেরা।

# উগান্ডার গবেষণা ফল

আগামীকাল নাকি
খুব আন্দোলন হবে
সাথে থাকবে রোড ব্লক
আমার খুব ইচ্ছা
সব স-ও-ব একদম
অচল হোক

প্রতিদিনের মরণভয় থেকে
একবারে মরে যাওয়া শ্রেয়
উগান্ডার রাজ-রাজড়ারা
এ নিয়ে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব দেবে
যা তাদের গবেষণায় প্রাপ্ত
ফলের ভেতর সবচেয়ে প্রিয়

# অনুপস্থিত অধিকার

ধর্মের প্রভু
রাষ্ট্রের প্রভু
মিলেমিশে
একাকার
কারও নেই
অধিকার
তাহাদের
সমালোচনার

# লড়াই

শূন্য থেকে সমগ্র
হতে চলে এক
আয়ুর লড়াই
দুটো আদতে একই
বোঝে না কেউ, করে
জীবন-মৃত্যুর বড়াই

# রাষ্ট্রীয় সার্কাস

প্রতি লাশের নামে
ওভারব্রিজ, আন্ডারপাস
আমার মরণে চাই না
এমন রাষ্ট্রীয় সার্কাস!

# গ্রহের ধর্মান্তর

পৃথিবী নামক গ্রহ বিভিন্ন জাতি থেকে, কীভাবে কীভাবে যেন সীমান্তের ধারণায় বাঁধা পড়লো। এভাবে না, ঐভাবে আমার দেশে আসতে হবে শাসকেরা বসে ঠিক করলো। দেয়ালের পর দেয়াল কাঁটাতারের সাথে কাঁটাতারজুড়ে জায়গা ঘেরা হলো, আকাশসীমা, সমুদ্রসীমা কত কী হলো! তারপর একদিন দেশ অদৃশ্য হয়ে কেমন কেমন করে ধর্মাধর্ম দিয়ে মানুষের চেনা পরিচয় হতে থাকলো। ভয়ে, শঙ্কায় একদিন মানুষেরা হারিয়ে গেলো। শূন্যগ্রহে ধর্ম চক্কর কেটে কাঁদলো অনেককাল। এমন দিন কি আসবে?

# তৃষ্ণা মেটে না

একটা জীবন চাতক পাখির
জল মেলে না;
একটা জীবন শুধু তৃষ্ণার
পাওয়া জল, পান চলে না।

# মা বসুক হা হা করা বুকের দাওয়ায়

আবার উষ্ণতার ভেতর
ঢুকে যাওয়া শীতল জল
স্মৃতি মোছার চেষ্টা অবিকল
করছিই তো অনেক বছর
হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত পায়
একাকিত্বের আরামকেদারায়
এলিয়ে শূন্য মনে
খুঁজছি তোমায়
অহেতুক জানে যুক্তির প্রাণ
আবেগের কানকো লাল
সে বলে ঘটে যায় কত
মিরাকেল, হয় তো হঠাৎ
বাজবে বেল, তুমি আবার
সেই ধীর স্থির পায় দরোজায়
আলতো করে বলবে,
এইবার তো খেতে আয়!
মা গো কতকাল, কতকাল
দেখি না তোমায়, ভুল করে
হলেও একবার আসো
আমার স্বপ্নে, বসো এই
এলোমেলো দুচোখের পাতায়-
হা হা করা বুকের দাওয়ায়।

# চলে যাওয়ার পরের সংবাদ

চলে যাওয়ার সংবাদ প্রচারিত হতেই
অনেকে তাকে স্বর্গে, অনেকে জান্নাতে পাঠাতে মন্ত্র-দোয়া আওড়ালো।
তখনো সে সদ্য হারানো দেহের পাশে দাঁড়িয়ে
হালকা ধোঁয়া হয়ে, ফেলে আসা দিনগুলোর
ছায়াবাজি টেনে দেখছিল ও ভাবছিল-
'বেঁচে আছি' এ ডাকে আসলে কোনো গভীরতা নেই;
প্রতিটি বিচ্ছেদের পর কিংবা লৌকিক ব্যর্থতার পূর্বাপর সময়ে
ঘুরে দাঁড়ানোর প্রবল চেষ্টায় যখন সে কারও না কারও শরণাপন্ন হয়েছে
সবাই সত্যি ব্যস্ততা বা ব্যস্ততার ভানে কাছে টানেনি।
আজকে শব বা লাশ যখন আগুনের বা মাটির আলিঙ্গনের জন্য লোকাচার পার হচ্ছে
তার কেন যেন নিজের সেইসব গভীর বিষাদ সরিয়ে,
ধোঁয়া অবস্থানের ভেতর থেকে ইথার কাঁপানো এক অট্টহাসি
পাকিয়ে পাকিয়ে সারা জীবনের রূপকথার আকাশের দিকে
কল্পনার ডানাওয়ালা ঘোড়ার সওয়ারি হয়ে শুধু ধ্বনি প্রতিধ্বনি করেই যাচ্ছে-
যে শব্দে ভণ্ড আপন সাজা মানুষেরা (!) প্রত্যেকে একবার
নিজের বুকে অথবা অস্তিত্বে, অস্বস্তিতে বা ভয়ে থুতু দিচ্ছে।

# আপন মরূদ্যান

আমার তখন আদতেই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা
মনে হচ্ছে এই যে ঘিরে ধরা জীবন্মৃত দেহগুলো
এদের কবল থেকে মুক্তি পেতে আমাকে অতি
অবশ্যই কোনো না কোনো শব্দ করতে হবে-
আমার ধ্বনির বিপরীতে সামান্য মায়া-স্নেহ
নিতান্ত 'আহা' বলা কেউ একটা হাত বাড়িয়ে দেবে,
এমন করুণ সে চাওয়া;
যে কারও স্বরের সৌহার্দ্য পেতে আমি
হাজার হাজার মোবাইল নাম্বার স্ক্রল করে ফেলি নিমিষে,
নাহ কেউ নেই যে এই দম বন্ধ করা পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারবে-
ভার্চুয়াল বন্ধু তালিকা, ছোট ছোট নানা চ্যাটগ্রুপ হাতরে বুঝে যাই
এ শূন্যতার অনুভূতি কাওকে বোঝানোর নয়।
উচ্চ রক্তচাপের ধাক্কা সামলাতে দু'টো নিদ্রাবড়ি গলা দিয়ে নামিয়ে
নিজেকে নিজে শান্ত করে, কাউন্সেলিং করি-
আমার জন্যে আসলে আমি ছাড়া আর কোথাও কোনো মরূদ্যান নেই।

# ধর্ষণ বলাৎকারের শাহনামা

তারপর আমাদের কাছে অপরাধের মাত্রা হালকা হয়ে ওঠে,
যেহেতু অপরাধী আমাদের তথাকথিত 'আত্মীয়' নামক শব্দের বেষ্টনীতে বেশ এঁটে যায়;
আমরা শিশুটিকে গল্প শুনতে যেতে মানা করি পরিচিত কারও কাছে,
কোনো পরিচিত মদ খেয়ে মধ্যরাতে
শিশুর শয্যা ভাগাভাগির সময় পায়ু মেরে দিলে নেশার ঘোরে,
সব দোষ শয়তান অথবা মদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে শিশুকে বলি সব ঠিক হয়ে যাবে।
এসব ব্যথা সাময়িক মাত্র। মামা এমন করবে না, তোমাকে দিয়ে ধরাবে না তার অণ্ডকোষ,
চাচা এমন করবে না, তোমার ছোট পাছু করবে না রক্তাক্ত।
কালান্তরে আমরা এসব একটু-আধটু হয় ভেবে ভুলে যাব।
এসব শিশু একদিন মা-বাবা হবে এবং
নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে ভাববে এমন অল্পবিস্তর সবারই হয়।
এর মাঝে কেউ কেউ কখনো কখনো এসব অযাচারের বিরুদ্ধে ফেটে পড়বে,
তখন আমরা মধ্যবয়সীরা তাদের সাহসের প্রশংসা করতে করতে
সিগারেট ও চায়ে ডুবে যেয়ে বলব, আরে আন্দোলনে কী হয়?
অথচ সত্য বলার জন্য সাহস নয় শুধু ইচ্ছার প্রয়োজন ছিল এটুকু আমরা ভুলে যাই।
তাই আমাদের পত্রিকাগুলো ধর্ষণ বলাৎকারের এক-একটি শাহনামা হয়ে ওঠে,
আমরা শুধু কারও বা কোনো কিছুর ওপর দায় চাপিয়ে নৈশভোজনে নিজেকে সঁপে দিই, নির্বিকার।

# জিগোলো খুঁজে নিও

ও পথে বেদুঈন জিগোলো (পুরুষ) হাঁটে
তাই মেয়ে তোমাকে বলেছি এক বন্ধনীর
জন্য আকুল না হয়ে কড়িমতী হয়ে ওঠো,
ও গলির মুখে দাঁড়ানো শার্টের বোতাম খোলা
লোমশ বুক ও বাইসেপ দেখানো অকর্মা
এমনিই তোমার পায়ে ভেট দেবে,
কড়ির জন্যে তোমার পায়ে মাখবে একেবারে
খাঁটি ভার্জিন অলিভের তেল।
তুমি কীভাবে মেয়ে এই শুয়োরের দেশে
এখনো প্রেম ও ভালোবাসা নামক বায়বীয়
ঝালাই আগুনে ঝলসে যাও বলতে পারো!
ওরা তোমাকে পাছার ওয়াইশেপ দেখাবে,
মাঝে মাঝে কবিতার লাইন পাঠাবে, সাথে
চলবে নানা মন রাখা কথা বিলানো,
এ বেলা আমার কথা শোনো, কড়িমতী হয়ে ওঠো
শরীর জাগলে মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখে
কিনে নিও এক রাতের ঠোঁটে সিগারেট ঝোলানো আর
বুকে বডি স্প্রে মারা নীরোগ জিগোলো।

# স্ফীত লজ্জার নারী জনম

সংখ্যা বা অংকের সাথে আমার নিবিড় সম্বন্ধ
এই এক বিষয় সংখ্যা, যা আদতে বাইনারি
তা আমি সহজে মনে রাখতে পারি
সেজন্য আমি এখন আর ধর্ষিত বা ধর্ষণের পর
হত্যার শিকার কারও নাম মনে রাখি না
তার চাইতে আমি এক দুই করে সংখ্যাগুলো গুনি,
বিচার চাইতে চাইতে, মানববন্ধনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে
মানবীয় ক্লান্তি যখন আমায় ঘিরে ধরে তখন
অনলাইন অফলাইন নিউজ আমার দিকে আবার সংখ্যা ছুঁড়ে দেয়,
নিজের শরীরে তাকাই, যোনিতে হাত ছোঁয়াই,
তারপর মনে হয় আসছে দিনে যারা নারী হবে
তাদের জরায়ুমুখ সেলাই করে দেব,
কারণ এই শুয়োরের দেশে ধর্ষিত না হওয়া
এবং নারী জনম নিয়ে বেঁচে থাকাটাই স্ফীত লজ্জার,
কেউ করেনি-করছে না- করবে না কারও বিচার।

(স্বর্ণলতা বাসে নার্স তানিয়াকে হত্যা-০৭.০৫.১৯)

# অপরাধীরা পেনসিল হাতে জেলখানায় ঢুকে যাক

রাজপথই তবে শেষ ঠিকানা?
আমরা যারা কারও না কারও রাজকন্যা ছিলাম
তারা আজ সেই পরিচয় মুছে বছরের পর বছর
খররোদে তাপে বৃষ্টিতে একটা দাবিতে আনাচেকানাচে ঘুরে মরছি-
প্রতিবার কেউ মরে যায়, কেউ বেঁচে থেকেও মরে যায় ধর্ষণের ঘায়,
আমরা তো শুধু চেয়েছিলাম অপরাধীরা
একটা পেনসিল হাতে জেলখানায় ঢুকে যাক;
সেই পেনসিলে সে লিখে যাক জেলের দেয়ালে তার কনফেশন;
প্রায় বন্ধ পাটকলগুলোতে শুধু ফাঁসির দড়ি উৎপাদন হোক-
এতেই ভিক্ষায় নামা শ্রমিকদের বেশ বেতন দেয়া যাবে।

# বিলোয়ালি পাখোয়াজ

ঝনঝন ভেঙে পড়া কাঁচের টুকরো
পা কেটে রক্তারক্তি, তারপর হাত
কেউ ঝটিকা এসে বললো না
লেগেছে কোথাও? ওমা এত রক্ত!
নে এই আঁচলে কাটাটা বাঁধ।

আমার এখন ওমন কাটাকুটি
পুরো অস্তিত্বজুড়ে,
একটু শীতল ছোঁয়া পেতে
এপাশ-ওপাশ দীর্ঘ, দীর্ঘ রাত
পুড়ে যায় মেডুলা, জ্বলে খাক
দুচোখ, নির্বাণের নেই
আশ্বাস, শান্তির এতটুকু মৌতাত,
এই দেহবাদী নরক সম্বন্ধে
আত্মার অবিনশ্বরতা নিয়ে
কথা বলে কেনো সেই দাগাবাজ!
তার এইসব স্বপ্নে শয়তানও হাসে
সাথে তার সাগরেদরা বাজায়
বিলোয়ালি পাখোয়াজ।

# নীরব দাবানল

এসব অশ্রু ব্যথার টান
কোনদিন হবে না
ভুলেও অবসান,
অবসাদে ডুবে যাবে স্নায়ু
এরই ফাঁকে কেউ কেউ
জিতে যাবে, হবে শতায়ু।
আমরা শব্দ ছাড়া ধ্বনি
করব উচ্চারণ,অনেকে
ভাববে নৈঃশব্দ মানে
সন্ধিকে করছি বরণ!
ভেঙে গেছে সব সেতু
বানভাসী জলে, কপোট
ভদ্রতায় বেঁচে আছি
সর্বস্ব হারিয়েছি নীরব দাবানলে।

# তলবিহীন খাদে পরিচয়

মানুষের বুকের ভেতর নাকি পাথর জমে
কারও বা চোখে জল হয় বরফ
আমার শুধু সব থেমে গেছে
পাথর বা বরফ বুঝবার ক্ষমতা নেই
মাথা ঝাঁকালে ভারী লাগে মনে হয়
কত কত ওজন নিয়ে পাড়ি দিচ্ছি
সহজ হতে পারতো এমন এক আয়ু,
মাঝে মাঝে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ি
ইচ্ছে করে চিৎকার দিয়ে বলি-
আমার কোনো পরিচয় নেই
নেই স্মৃতির বিশ্রম্ভালাপ, দায়িত্ব
সামাজিক বন্ধন অস্বীকার করে
নবজন্মে পাড়ি দেই, বরফ পাথর
কোনো তলবিহীন খাদে
ছুঁড়ে দিই নির্বিকার।

# সুখের স্বপ্ন

পাহাড়ধসে বোধের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে
শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে তাকিয়েছি
আকাশপানে, যদি কোনো নিদান মেলে!
ধ্যানমগ্ন হয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছি এমন
কোনো প্রিয়জনের কথা যার হাত ধরে বলব,
আমাদের ছোট বাসাটা তছনছ হয়ে গেছে
মতিচ্ছন্ন এক পাগলাটে বুড়োর ভ্রষ্টতায়,
আমাদের কি কেউ রক্ষা করতে পারেন!
নিজের কুঁচকে যাওয়া দু'চোখের কোণে
হাসি টেনে জেনেছি ছোট বাসা আবার
গড়তে হবে কোন সুদূরে মায়ের মতো করে,
এক কৌতুকে মানুষ যেমন বারবার হাসে না
এক দুঃখেও অনেকবার কাঁদতে নেই।
আমাদের ছোট বাসা, অল্পস্বল্প সুখ,
এসব লোভী স্বার্থপর 'নামানুষ' দাগী বুড়ো
থেকে আমরা আবার ছিনিয়ে নেব নিশ্চিত।

# পাল্টাবে না জনপদ

এ জনপদে আছে
শুধু মাথাভর্তি গোরস্থান
এ ভাবনা বদলানোর না,
যতই সব পাল্টাবে-
এই আশ্বাসের মিথ্যে
বুলি কপচান!

# মৃত্যু মানে, সুদূর

মানুষের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকি
বিষাদের পেয়ালায় জমে যায় চা,
এমন সব মৃত্যু গন্ধ সাথে ঘুরে বেড়ানো
নানা স্বার্থ ও অভিনয়ের অমোঘ পারদ
সরিয়ে সত্য শোক উথালপাতাল করে
উঠে মানবিক বুকে, মস্তিষ্ক ছুটি নিতে চায়
মনে হয় এই যে শূন্যতা, এই যে স্মৃতির ভার
একদিন আমাদেরও নিয়ে যাবে অনস্তিত্বের
অপার পথে, তারপর আগরবাতি লোবান
আতর গোলাপজল সবশেষে শুধুই
চোখের জল; হবে না হাসি, হবে না দল বেঁধে
ঠাট্টার ঘের, মৃত্যু মানে কাছের মানুষ লহমায়
হয়ে যায় অ নে ক অ নে ক দূরের।

# পার্চমেন্টে জমা বিপ্লব

এই মাটি, এই বৃষ্টি ঝুলে থাকা আকাশ
মানুষের অহেতুক দৌড় ও দেহবাদী
সংশয়ের আঁতুড়, সব আমাকে
যারপরনাই উদাস করে তোলে কোন
মরমিয়া রাগে;
এইসব খেলাঘর, সঙ্গী সঙ্গী ছায়া
দায়িত্ব বা কর্তব্যের জোয়াল
আটকে রাখার চক্রে এত যে নিয়ম
বুড়বুড়ি কেটে হাসিতে ফেটে পড়ার
পূর্বমুহূর্তে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেই
আজল ভেবে।
তারপর কদাকার কৃত্রিম ভান
বিষণ্নতার বারো হাত গভীরে আসল
আমির গোপন স্নান, রাত পেঁচার ডানায়
বেঁধে দিয়ে বাধ্যগত নাগরিক
ফিরে যাই বিপ্লব জমা করে
লুণ্ঠনের আধুনিক কোষাগারে;
যেখানে সময় থেমে রয় অলীক
পার্চমেন্টের নয়া সংস্করণে।

# চুপ থাকার শপথ

শপথ করে চুপ থাকি
যখন ফেটে পড়ার কথা বিক্ষোভে
তখন দুহাতে মুখ চেপে
নিঃশব্দ বসে রই
উত্তরপ্রজন্ম, অগ্রজ, অনুজ
কেউ বিশ্বাসের পাল্লায়
কোন বাটখারা দিয়েই পরিমাপিত
হবার যোগ্যতায় নেই।
তাই শপথ করে চুপ থাকি-
মনে মনে এপিটাফ লেখি
কাটি, সাজাই, বিন্যাস সমাবেশ করি-
"এখানে সেঁধিয়ে আছেন একজন
চুপজীবি মানুষ, যার জিহবা তিনি
জীবিতকালেই বন্ধক রেখেছিলেন
ক্লান্তির কাঁধে মাথা রেখে, স্বস্তির
আয়রন সেফে, যদিও স্বস্তি তাকে
প্রথম দ্বিতীয় প্রেমের মতোই ফাঁকি
দিয়েছে বিলক্ষণ।"

# ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায়

বড় বেশি 'আমি'তে ডুবে থাকি আজকাল
জেনেছি এভাবেই নাকি ভালো থাকা যায়;
অস্বীকার করতে চেয়েছি যে 'আমিত্ববাদ'কে
কয়েক যুগ ধরে, সে সামষ্টিক পর্দা সরিয়ে
হাত নেড়ে চোখ টেনে বলে 'এই দেখো,
তোমার জমে যাওয়া ভুলের যোগফল।'
যুগপৎ হতাশ হতে হতে নিজের অংশকে
দেখি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, সরে যাওয়া সংঘবদ্ধ
আনন্দ উল্লাস প্রতিবাদ প্রতিরোধ
রোগ শোক দুঃখ সেঁকা, বুকে জড়ানো
পিঠ আগলে সাহস ভাগাভাগির ক্ষণগুলো
জ্বেলে দেয় জলের ধারা খুব গোপনে,
এমন বেঁচে থাকা, এমন ক্ষমতার কাছে
পরাভূত মূক ও বধির অবয়ব, পুরো রাষ্ট্রের
নাগরিক শোকসভায় আমাকে গেঁথে দেয়,
আমি ভিজতে থাকি অসময়ের বৃষ্টিতে
আবার আগুন হব বলে - এ যেন এক মৃত্যুর
আগে জন্মাবার উদ্বাহু প্রস্তুতি, শুধু ছড়িয়ে
যাবার অপেক্ষায়।

# বিষণ্নতার ক্ষরণ

এ শহর এক চলমান মর্গ
চারদিকে তুষারের আগ্রাসন
এত ভারী পোশাকের নিচে
নিজেকেও ছোঁয়া যায় না
কোষে কোষে নীরবে ছড়ায়
বিষণ্নতার গভীর গোপন ক্ষরণ

(৫.১২.১৯ ,রাত ১২.৫৫ , উইনিপেগ)

# মনুষ্য জীবনকে আরতি

ধরো আমার কোন অনুভূতি নেই,
মানচিত্র সীমান্ত মানুষ কিছু নিয়েই
আমার কোনো আবেগ নেই,
অনেকেই আমাকে 'নাই' এর তালিকায়
অনায়াসে বসিয়ে মুছে ফেলার তাগিদে
তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছো হয়তো,
এতেও আমি যদি থাকি নির্বিকার
তবে আমাকে নির্লিপ্ত জোম্বী বলে
সম্বোধন করবে, যত পারো ততোবার?
তোমরা দেখো না আমার খাপে ঢোকানো
তলোয়ার; ক্লান্তির লবণ জমে যাওয়া
কপালের রেখা!
এক অসভ্য জাতের গড়ে তোলা সিস্টেমের
বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে,নিজের স্মৃতির সমাধিতে
চক্কর কেটে শুধু গাছ হতে ইচ্ছে করে আজকাল,
যেদিন আবার সত্যি বেঁচে উঠব তখন
বাজাবো না হয়
মনুষ্য জীবনকে আরতির খোল করতাল।

# মজা মন

এইভাবে ক্ষয়ে যাওয়া
প্রতিদিন ক্ষণ
ভালোবাসা মরে যায়
প্রেমেও মজে না মন

# প্রবাস মানে মৃত্যু

তোমাদের আনন্দ আড্ডায়
আমার ফুরিয়েছে যোগ
প্রবাস মানে মৃত্যু
আমার জন্যে তোমরা
করো মরনোত্তর শোক

# অনুপম পুরুষের স্বপ্ন মাটি

এক জীবনে হেঁটেছি তো বহুদূর
কত শত বেদনায় এ মন আকুল
নৈর্ব্যক্তিক নিরুত্তাপ বিধুর।
মনে মনে আমারও এলোচুল
খোলা আঁচল উড়ে গো মরুভূমি
তুষারে নোনা জল ফেলে,
কেউ নেই চিবুকে আঙুল রেখে
সব হারানোর গল্প শুধু চোখ
দেখেই যাবে জেনে।
এক জীবনে কত মানুষ
কত ত্রুটি, অনুপম পুরুষের স্বপ্ন
ভেঙ্গে  করেছি মাটি-
জাগে না অনুতাপ, হয় না বেদনাবোধ
বেঁচে থাকার আয়োজন লাগে
অহেতুক, যেন কিছু নির্বোধ
করছে প্রযোজনা পুনরাবৃত্ত ছকে
একই সুতো ও সেই একই সুঁই,
গহিনে দামামা বাজে, আবার হারাবি 'তুই'?

# মুক্ত পাখির সঙ্গম

ক্লান্ত দুচোখে সভ্যতার ঘাঁই মুছতে
প্রস্থানের পাথর তুলে নিলাম যেদিন,
নিঃসঙ্গ মাছরাঙা ফ্রিজের শীতে
রাখা দাবি করে হাতে তুলে দিলো
মন দিয়ে দেখার এক দুরবিন।
এই মন নিয়ে আমি যে কী ঘূর্ণিপাকে
দিনাতিপাত করি তা জানে-
অধরের ফাঁকে ধরা আগুন,
বরফ গ্লাসে স্নান করা দুষ্টু জল দ্বিগুণ,
ছোঁব না ছোঁব না ভেবেও হাত রাখি
পাপড়িতে- ভ্রুতে-পাতায়,
অভ্র আবিরে মাখামাখি অঞ্জলিপুট
নিউরনে নাচের মুদ্রা ছড়ায়;
বসন্ত এই এলো বলে কে যেন
মুক্ত পাখির সঙ্গম শেখায়।

## রেইপডেমিক

আমাদের প্রাচীন জনপদে ওলাওঠা রোগ হতেই
আমরা তার প্রস্থানের আশায় নানা ভেট দিলাম
কতক প্রাণ নিয়ে কয়েক গ্রাম কবরে
চিতায় মুড়ে দিয়ে এক সময় দেবী ক্ষান্ত হলেন।

আমাদের জনপদে এরকম বেশ অনেকগুলো
মহামারি এসেছে গিয়েছে, আমরা প্রাণের
বিনিময়ে সেসব পার হয়েছি, শীতলা দেবী
ইত্যাদি ইত্যাদি দৈব পার করে বিজ্ঞানের
কাছে একদিন পরাস্ত হয়েছেন।

আজ যখন দেবীরাই ধর্ষণ নামক প্লেগে আক্রান্ত,
তখন জনপদে কেউ আর রা কাড়ে না
তারা দেবীদের কেটেকুটে খেয়ে এক একজন
এনালগ ডিজিটাল তান্ত্রিক হয়ে ওঠে,
সিপাহসালার থেকে শুরু করে সম্রাট
সবাই বলে দেবী নাকি পোশাক পরেনি,
কেশ ঢাকেনি, নানা হা বিতং আলাপে
চারদিক চাউর হয়ে যায়;
এদিকে বুকের অনিঃশেষ আগুন নিয়ে
আপেল খাওয়া কোনো কোনো দেবী
হাঁসুলি হাতে হাঁটেন সম্রাজ্ঞীকে একদিনের
জন্য হলেও নগরের কয়েদে আপন কন্যার
সাথে হওয়া মনমানি দেখাবে বলে।

# বিপ্লবকে ভালোবেসেছিলাম

বিপ্লবকে আমি ভালোবেসেছিলাম,
সে পুরুষ নারী কার মাধ্যমে আসবে
কেনো কিছু না ভেবেই।
শুধু জানতাম সে আলোর বেগে এসে
শব্দের গতিতে হারিয়ে যায়,
সে জনপদ কাঁপায় সুনামির ধাক্কায়।
আন্দোলনকে আমি বরাবর
সুবিধাবাদের বরশিতে গাঁথা
কেঁচোসম জ্ঞান করেছি, যাকে
কুশীলবরা নিজের মনের আধার হিসেবে
ব্যবহার শেষে যে যার বাগানে
বার্বিকিউ আনন্দে মেতে থাকে
কতক নাম কামানো শেষে।
আমার একজন বিপ্লব নেই, নেই
আন্দোলনে নামের পোষা বদরিকা পাখি,
বাজার অর্থনীতির সূচক মেপে
আমি গ্রামে গ্রামে বিস্মৃতি ভাঁপাই,
ক্ষয়ে যাওয়া গ্রে ম্যাটারের ফাঁকে ফাঁকে
ধোঁয়া গুঁজে নিজেকে সেঁকে;
এত ব্যর্থ বিপ্লব এত ব্যর্থ আন্দোলন
এর থেকে দূরে সরে শুধু নিজকে নিয়ে
থাকাই মৃত্যুকে ভালোবেসে জীবন
ঘিরে যে আয়োজন,
রক্তে রক্তে বলে
এই কি ভালো তবে সাড়ে আটশ স্কয়ারফিটে
গ্রিনহাউস তাপমাত্রায় 'পলায়ন, পলায়ন'?

# বিষণ্নতার নেশা

বিষণ্নতা একধরনের নেশা শিখেছিলাম
সেই কোন এক কৈশোরে!
রোদের ঝাঁজালো উত্তাপে যখন পিচ গলে
রাস্তাগুলো স্যান্ডেলে সেঁটে যাওয়া চুইংগাম,
তখন আমরা হেঁটে যেতাম সবজির ধোঁয়ায়।
রোদ এবং ধোঁয়া মিলেমিশে একধরনের
ম্যাজিক্যাল ইলিউশনে প্রাত্যহিকতাকে
ঢেকে দিতো অনায়াসে।
বিকাল এবং সন্ধ্যার মাঝখানে যে যার
বুকপকেটে খুব মন খারাপের চিঠি নিয়ে
ঘুরতাম যেসব দিন, আকাশের দিকে
মুখ করে সেই কনে দেখা আলোয়
হালকা বাতাস থাকলেই কেউ ঘুড়ি হতাম
কেউ বা আনন্দ লাটিম।
এ ধরনের স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝে সুতো টেনে
মাকড়শা জাল সময় থেকে মুক্তি পাওয়া যেত
শুধু জীবন বাবুর 'বোধ' আওড়াতে আওড়াতে।
আমাদের কৈশোরের বিষণ্নতা মাঝে মাঝে
বাতাসে ভর করে এখনো আসে নিঃশব্দে-
সেখানে অভাব থাকে মানুষের, যাকে কোনো
কারণ ছাড়া জড়িয়ে ঘ্রাণ নেয়া যায় প্রায়
অকার্যকর অলিন্দে।

# প্রতিরোধই স্বাদু সঙ্গম

আমার কিছু ধবধবে সাদা প্লেট আছে;
ওগুলোতে প্রায়শই আমি 'ভালো না লাগা'
একাকিত্ব, বিষণ্ণতা, সংযোগহীনতা ইত্যাদি
সাজাই ও বিলাতি কায়দায় ফর্ক নাইফ
দিয়ে তাদের কাটাছেঁড়া করে গলাধঃকরণ করি।
এসব দেখে অনেকে আমাকে সহমর্মিতার নিদান
বাতলে দিয়েছে বন্ধু সেজে - কেউ আদর, সঙ্গ
ভালোবাসা প্রেম এসবের মোড়কে তীব্র সঙ্গমের
আহবানও জানিয়েছে কাগজের চরিত্রে।
যখন মেধা মনন বাঁধা পড়ে যায়
বৃহত্তর পুঁজিবাদী নেশার নাগপাশে
তখন এসব ভালোবাসা প্রেম জিগোলোর
বিস্বাদ স্পর্শ হয়ে ওঠে; প্রতিরোধের চাইতে
স্বাদু সঙ্গম আর কিছু মনে হয় না,
এক আকাশ মানুষের সাথে মুষ্টিবদ্ধ হাত
দিগ্বিদিক ছুড়ে মানবতা মুক্তি পাক
ধর্মান্ধতা স্বৈরাচার নিপাত যাক
বলে চরাচর ফাটিয়ে নূর হোসেন হয়ে
মরে যাওয়াকে অধিকতর অর্থবহ মনে হয়
বাকি সব সবকিছু বাকোয়াজ ভিন্ন
অন্যকিছু নয়।

# ব্যথা

সব কথা হয়েছে যে শেষ,
সেই জানে এই ব্যথা-
যে হারিয়েছে আপন
ভাষা, মানুষ ও দেশ।

# মন খারাপের গান একাই গাইতে হয়

মন খারাপের গান একাই গাইতে হয়
মন খারাপের দীর্ঘ পথে কেউ কারও নয়

মনের কথা মনের ব্যথা বলো না কাওকে
এই জমানায় কেউ কারও খবর কি
রাখে!
সেই আছে সবচাইতে ভালো যে সব সয়
মন খারাপের গান একাই গাইতে হয়
মন খারাপের দীর্ঘপথে কেউ কারও নয়

যতই বলো ঠিক হয়ে যাবে সব
মিথ্যা আমিও জানি তুমিও জানো
একদিন আসলে থেমে যায় কলরব
দিন শেষে একার ছায়া কার্নিশে
ঝুলে রয়
মন খারাপের গান একাই গাইতে হয়
মন খারাপের দীর্ঘপথে কেউ কারও নয়

# চুমুকে বিষ উঠুক

বিষাদের পেয়ালায়
বিরহী চুমুক
মরে যাই সেই ভালো
চুমুকে চুমুকে
বিষ উঠুক

# করোনা করুক প্রাণসংহার

তাহলে আমরা দিল্লি ২০২০ দেখতে দেখতে
অকাতর ঘুমিয়ে পড়ি, কেউ রাতে, কেউ বা
ভাতঘুমে কাদা হয়ে যাই।
আমাদের বিস্ময়ে সান্দ্র চোখ আঠা হয়ে
আটকে থাকে একে অপরের সাথে যারপরনাই।
মঙ্গলে বসত গড়বে, চাঁদে যাবে ছুটি কাটাতে
এমনতরো সময়ে মানুষ খুন হয় মিনারে
হনুমান পতাকা ওড়াতে!
কি আশ্চর্য মানুষের খুলিতে চাপা মন্ত্র!
এ যেন হাজার বছর আগের এক ছায়াছবি
যখন মানুষ সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে
বলে বিশ্বাস করতো, কোন শুভ বাণী শুনলেই
তাকে শয়তানের কারসাজি ভেবে প্রার্থনায়
পূজোয় নরবলিতে মেতে উঠতো।
কোন অব্দেই এসব যুদ্ধে কোন রাজরাজড়ার
পরিবার প্রাণ দেয়নি-মৃতের খাতায় রহিমা,
শর্মিলা, বড়ুয়া, ক্যাথরিনরা উঠে এসেছে
নির্বিকার, যারা অন্তরে স্রষ্টাকে ভালোবেসে
নিরন্তর শ্রম দিয়েই খেতো।
এমন এক সময় আমাদের দেখতে হচ্ছে
যেখানে মানুষের প্রাণের চাইতে বানর মূল্যবান
যেখানে মানুষের প্রাণের চাইতে বড়
কে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান।
এই তবে ভালো-
সুপারপাওয়ারের দেয়া উপহার,
করোনা বিভেদ ভুলে করুক
সবার প্রাণসংহার।

# আলেয়ার নর্থপোল

টেবিলের উপর বাষ্প চোখে পরিচয়
রেখে যাচ্ছিলাম-
ভাষা, মানুষ, জীবিকা, বেঁচে থাকার
সমান্তরাল লড়াই
মনে হচ্ছিলো নিজেকে মুছে ফেলাই সব, আর
এক মুহূর্তও নিজের খোলসের সামনে না দাঁড়াই

হর লব লসাগু গসাগু কষতে কষতে জেনেছি
এই ভ্রান্তি ও মায়ার নাগপাশে নানাবিধ ক্ষুধাই
এক পরম সত্য, সে পুঁজিবাদে বা সমাজতন্ত্রে
মিটুক কিছু যায় আসে না, খাদ্যই আরাধ্য

অস্ত্র জমা দিয়ে সফেদ আলোতে বিদ্রোহ
এবং তুমুল বদলে দেবার শপথের জাবর কাটি অনর্গল
ঐদিকে গ্রীষ্ম আসবে এমন আশ্বাসে
তীব্র শীতার্ত রাতেও আলেয়া দেখায়
নর্থ পোল।

# স্মৃতি

মরে গেছি প্রভু
এক জ্যোৎস্না ধোয়া ভাসানের রাতে,
স্বর্গ দাও, নরকে নাও
বেঁচে থাকার সুখস্মৃতি ছাড়া
কিছু নেই এই দুহাতে।

# জীবনের সাথে চল

ভেবেছি মরা গাঙে খেলবে না জল;
ভেঙেছে ভ্রান্তি - স্নেহে ও মায়ায়
ডাকে জীবন, চিৎকারে বলে
আমার সাথে যাবি, চল।

# চাঁদের আলোয় বেঁচে থাকা

এই যে আলো আঁধার
এই যে দিন তুমুল শঙ্কার
শেষ হবে কি হবে না
কে-ই বা নিশ্চিত করে জানে!
প্রতিটা বিকেল পেরোনো সন্ধ্যা
'বেঁচে আছি' এই বোধ ছড়ায়
এইসব নৈঃশব্দ ও একা চাঁদের
ছায়া টেনে, অসাড় প্রাণে।

# মৃত্যুর মুজরা

প্রতি অন্তরে বাস করা ঈশ্বর
প্রেম মানবতা ও শাসকের রং
এক হওয়ার এই যে কারখানা
তার বিপরীতে কেউ গেলেই
হার্পুনে বিদ্ধ করে
গিলোটিনে ঢুকিয়ে দিলেই
মিলে যাবে সব খাপে খাপে?
এই যে সহমত ঘরানা
তা দেখে হাসি শুধু সন্তাপে -
প্রশ্ন নেই, নেই অধিকার নিয়ে লড়াই
যেকোনো ভিন্নতাকে ছুঁড়ে ফেলে
অদ্ভুত শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই;
এই যে হেরে যাচ্ছো দেখো তোমরা
চুলের শ্রেষ্ঠ জীবরা, ঈশ্বর আল্লাহ
ভগবান মিলেমিশে ছুটিতে
দেখছে তোমাদের মৃত্যুর মুজরা।

# মাথার ভেতর এপিটাফ

বড় সাধ এপিটাফ লিখে রেখে যাবো
এ কথা বলতেই ঈশ্বরের ঠিকে নেয়া
কেউ কেউ বলে ফেলে -
তোর তো কবর হবে না, ছাই হয়ে যাবি।
ঠোঁট বেঁকে যায় অলক্ষ্যে -
এত এত লেখা, এর ভেতরই রয়ে যাবে
নিজের রোয়াবি,
আঠারো থেকে মাথায়
নাচছে সুইসাইড নোট, ছাই করে তাকে
ঠিক কদ্দূর আর উড়াবি?

# আমি একটা প্রেমপত্র লিখতে চাই

আমি একটা দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখতে চাই
যেখানে কিভাবে ভালোবাসা ও প্রেম
মৃত হলো ডোডো পাখির ডানায়
তার ছবি আঁকা থাকবে উল্কা দিয়ে আকাশে।

শরীর থেকে স্মৃতির পোশাক একটা একটা
সরিয়ে যখন হলাম নগ্ন সবুজ ঘাসে
নিজের রূপে ঝলসে যেতে যেতে
জীবনকে কিভাবে মুঠোয় নিলাম, লেখা থাকবে।

মহাপ্রস্থানের মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
আশা ও হতাশার সব বোধ হারিয়ে
কিভাবে ধ্যানস্থ হলাম অথবা অহেতুক
মানুষ খুঁজে গেলাম তা লেখা থাকবে।

আমি একটা দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখতে চাই
যেখানে আমার সব অপ্রেম বিষাদ নামে লেখা থাকবে।

# ঘর মানে

ঘর মানে চেনা মুখ
সুখের অসুখ
পরিচিত শব্দের ঝংকার
ঘর মানে চাষবাস
কখনো তর্ক
কখনো ভালোবাসার
ঘর মানে একে অন্যের
পা টানা, বা বুকে দেয়া ঝাঁপ
ঘর মানে বেঁচে থাকার
কুসুম কুসুম উত্তাপ

মানুষ ছাড়া যে ঘর
তা দুঃখ কুড়ায় অষ্টপ্রহর
কথা ছাড়া যে ঘর
তা যেন কবর, কবর

# হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার

এত হালকা লাগে
যেন উড়ে যাওয়া তুলো
কারণ
নিজেকে বলি না
হৃদয়ের দুয়ার খোলো !

# আমিই আমার হত্যাকারী

স্ফীত উদরে ঝুলন্ত চোখে বসে থাকি
বাঘিনী সেই সাহসের খোলস খুলে
ছুঁড়েছে কোন আঁধারে খুঁজি, ইতিউতি।

এসব মারি মৃত্যুযোগ, কেড়ে নেবে
বিষণ্ণতার ভোগ, ভেবেছি এমনই
জীবনের ছক্কায় দিয়ে ক্রম ঘূর্ণি।

এখন চঞ্চুতে বিষাদ, মস্তিষ্কে অবসাদ,
নক্ষত্র ও ব্যাঘ্র একই ন্যুব্জ নকশার
চাঁদমারি; খঞ্জরে রক্ত ভেসে উঠে
ডুবে যায় - আমিই আমার হত্যাকারী।

# মানবীয় সম্বন্ধ

আমারও আছে বিষাদ বিভ্রাট
ক্লান্তির ফেলে আসা দীর্ঘ রাস্তা
দশ আঙুলের আলিঙ্গনে
জড়িয়ে ধরো ইশারায় বলছি
হোক রক্ত মাংসের মানুষের সাথে
মানবীয় রিশতা...

# মুঠোয় তোমার করতল

এই যে আকাশ, রোদ ও জল
বলছে বাঁচতে তুলে শোরগোল,
লহুর উষ্ণতা অধরে তুলে
ছোঁয়াতেই কেঁপে উঠে উণ্মুল,
হঠাৎ টের পাই আমাতে
মুঠোবন্দী তোমার করতল।

# যদি দেখা মেলে

একদিন পৃথিবীর অসুখ
সেরে যাবে,
ফুরাবে মৃত্যুর মিছিল, সুনিশ্চিত।
যদি দুজনেই করি বাঁচার বাজিমাত
তোমার বুকে গুঁজে দেব আমার
সুগন্ধি চুমুর মৌতাত।

# ভার্চুয়াল সর্বনাশ

ডানা খসে পড়তে থাকে, না কুড়িয়ে
হাঁটতে থাকি বাউরি বাতাসে।
মানুষের স্পর্শের জন্য আকুল
বাহু বাড়িয়ে চোখ বুজে রাখি,
কানের কাছে ফিসফিস করে
শুনি সব পরীরা হাসে;

এ রহস্যের ভেতর আমার
ভাইরাসবাস
প্রেম তুমি আসো দুর্নিবার
করে ভার্চুয়াল সর্বনাশ...

# বসন্ত আশ্লেষ

শীত ঘুম ভেঙে গেছে
বসন্ত বিলাসে
এমন ঋতুতে মাতুক
প্রেমীরা তীব্র
সঙ্গম আশ্লেষে

# পান করো

ভালোবাসায় তরল মন,
পান করো আমাকে
এক চুমুতে যখন তখন।

# ত্বকের সংঘর্ষ

এই তুমুল বসন্তে
বেঁচে থাকা বৃথা
যদি প্রেম না বর্ষে,
ভালোবাসা না হয়
ত্বকের সাথে ত্বকের
সংঘর্ষে।

# বাধার পথ

আমার পায়ে মাপা পথে
সে তো এলো না,
চারপাশে এত বাধা
মাংসের গন্ধও তাতে
ঢেকে গেছে, বললো
সুনীলের বরুণা।

# বাতিল হৃদয়ের বেদনা

আমি প্রেমে নেই
প্রতিজ্ঞায়ও নেই
আছি গভীর
একাকিত্বের ঘোরে,
ভালোবেসো না,
কে চায় হায়
জাগাতে বেদনা
বাতিল হৃদয় খুঁড়ে!

# ‘তুই’ হতে চাই সোনালি প্রেম

তৃষ্ণা, এ তৃষ্ণা প্রবল-
তুমি জানো না কত হাজার রাত, দিন
আমি কাটিয়েছি মানুষের স্পর্শহীন!
যেখানেই নামিয়েছি জল নেবার ঘটি
ডোবেনি তো!
ফিরে এসেছি হাহাকার করা বুকে।
আমাকে তুমি লোভী বলো? বলো অস্থিরচিত্ত?
ফুলের গন্ধ নেয় মানুষ, আমি শুধু মানুষের গন্ধ নিতে চেয়েছি,
হাতে হাত রেখে নক্ষত্র না হোক
বাসার সিলিংয়ে তাকিয়ে জেনে নিতে চেয়েছি
ঠোঁটের বৃত্ত;
এ দুচোখে পুরু কালি অনিদ্রার, এ অলিন্দে
অজস্র ধূম্রশলাকার গিরিবাস, মস্তিষ্কে কোনো
সুখস্মৃতি নেই বিগত প্রেমের,
তুমি কি আমাকে তোমার 'তুই' করবে
সোনালি প্রেম?

# খোলস বদলের স্বপ্ন

এখনো স্বাদ জাগে খোলস বদলের,
খয়েরি হাঁসের ডানায় এক আকাশ স্বপ্ন
এঁকে সমঝোতার বলি হতে, কি নিবিড়
হাত বুলাই নিজেরই স্কন্ধে!
কখন যেন ত্বক হতে খসে গেছে
মোলায়েম মোম, বারুদের ঠাসাঠাসি
বুকে শুধু বিদ্রোহের ওম বলে,
ধরো হাতে পরিচয়ের আলো-
এখনো আলো মানে জীবনানন্দীয় নারী
এখনো অন্ধকার মানে বোধের লড়াই,
মেনে নেয়ার, মেনে চলার বিষুবীয় রেখা
তুমি তো জানতেই বলবে 'দাবি ফুরালো'।

# নিঃসঙ্গতার ক্ষত

দুচোখ জুড়ে
নির্ঘুম কাজল
জমেছে যত
তার কাছে
কিছু নয়
নিঃসঙ্গতার ক্ষত।

# দুচোখে শূন্যতা

ভালো না বেসে চলে যাবার আগে
একবার ডেকো,
কেন তাকালেই বলো প্রাণ নেই,
এ দুচোখে শুধু শূন্যতা দেখো!

# অন্দরের মৃত্যু

মানুষ ভেতরে মরে যায়
স্নেহ মায়া না পাওয়ায়,
মানুষ পাথর হয়
ভালোবাসা শূন্যতায়;
এইটুকু পেয়ে গেলে
কে নিতে চায় প্রেমের দায়!

# ক্রোধের তর্জনী

এখনো যদি হিসাব বুঝিয়ে দেবার আওয়াজ না তুলি আর কখন?

কী কী কাজ করলে কোটি ডলার পাওয়া যায় সে তো শেখাই হলো না-

বিশ্বব্যাংক ভাইরাস মোকাবেলায় ১০ কোটি ডলার দিলে দেশি টাকায় ৮৫০ কোটি টাকা জেনে আমি থালাতে রাখা হাজার ভাত সাজাচ্ছিলাম ৮৫০ কোটি টাকা রাখতে কতটা জায়গার প্রয়োজন হয় ভাবতে ভাবতে।

বিশ্বব্যাংক তিনটি প্রকল্পে ১০৫ কোটি ডলার বা ৯০০০ কোটি টাকা অথবা এডিবি ১০ কোটি ডলার দিয়েছে পড়তে পড়তে আমি বিকাশ করছিলাম যারা একদানা খাবারও কিনতে পারছে না তাদের।

আমার ভাত গোনা আকাশ, কান্নাচাপা ইনবক্স কোনো শব্দ শোনে না প্রতিবাদের।

বিদ্রোহের গায়ে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের ফোম চাপা দিতে দিতে সরল ধর্ম ও রাজনৈতিক ধর্মের ক্যাচালে রজঃস্রাববিষয়ক প্রেরণাদায়ক ভিডিও মুছে নতজানু তরুণের থুতু চাটা দেখছিলাম।

আমি কোটি কোটি মানুষের মনোবৈকল্য ,পঙ্গুত্ব সব আসমানে বসা কারও অভিশাপ বা পরীক্ষা - এ বয়ান না মেনে শেষবারের মতো শত হাজার কোটি টাকার হিসাব চুকিয়ে শুধু বাঁচার লড়াই জারি রাখতে বেয়াদব তর্জনী স্টেনগান করে উঁচিয়ে তুলছিলাম গভীর ক্রোধে আমাদের নিঃশ্বাস কেড়ে নেয়া জুলুমবাজ শাসকের দিকে দিনবদলের বাস্তবতায়।

# আমরা রংধনু

তোমার আমার
আমার তোমার
প্রেমকাহিনী
বলছি শোনো-
আমরা দুজনে
'রংধনু' ।

# অনুচ্চারিত ব্যথা

জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে
সত্য শুধু অবিরাম পথচলা,
কিছু ব্যথা থাকে অনুচ্চারে
নিজের কাছেও যায় না বলা।

# নিজেকে ভালোবাসা

আমাদের বিকেলগুলো
রাত হয়ে যায়
সন্ধ্যা নামার আগেই
আমাদের আঙুলে ঠোঁটে
অলিন্দে মিশে যাতে থাকে
একাকিত্ব নীরবতার ছাই

আমাদের কলব ডানা ঝাপ্টায়
মুক্তির এক আদিম নেশায়
প্রেমই মুর্শিদ প্রেমই কলবে
বাঁধা প্রাণের ঘাঁই
বাঁচতে হলে নিজেকে
ভালোবাসার কোনো বিকল্প নাই।

# আশেকানদের পরীক্ষা

তারপর তিনি এই গ্রহে সত্যিকার 'এতিম' হয়ে উঠলেন; 'এতিম' তকমাটি তাকে শূন্য একটি তখতের মর্সিয়ামণ্ডিত ভক্তকুলের আহবান নৃত্য ও অলখে প্রদর্শন করলো। তিনি বললেন, তার কারও কাছে কিছু চাওয়াপাওয়ার নেই। তিনি সবই ভক্তকুলের নিমিত্তে বিলিয়ে দিতে এসেছেন। ভক্তরা তার এই মহিমাময় বাণীতে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

শয়তানের সিলসিলাতে অনেকে তাকে সরানোর কায়দাকানুন করেও আশেকানদের প্রেমে, পেতে দেয়া বুকের ঢালে ফিনিক্স পাখি হয়ে ফিরে এলেন বারবার।

চাওয়া-পাওয়ার বাস্তবিক দিক সরতে সরতে তিনি ক্ষমতার জনযাজক হয়ে গ্রহে চলা সব খেলা আয়ত্ত করে অমরত্বের পথে মিল্কিওয়ে ধরে হাঁটছিলেন।

সেখানে মহামারি বন্যা ঝড় জল সবই আশেকানদের জন্য পরীক্ষা হলেও মুচকি হেসে তিনি বুঝলেন এসব দুর্যোগ, আশেকানদের প্রতি উদাসীনতা ঢেকে রাখার এক মোক্ষম রংচশমা।

অতঃপর তিনি দূরে বসে সিজদায় বা মোনাজাতে, পূজায় বা চার্চে, প্যাগোডা অথবা সিনাগগে উত্তরোত্তর পুরো গ্রহে ঈমাম পুরোহিত ফাদার ভিক্ষুদের রমরমা ব্যবসার এজেন্সি খোলা দেখছিলেন, এবং নিজ দেশে তার কোথায় কিভাবে দোকান বসালে ভালো চলবে সেই ব্লু-প্রিন্ট করে নিজের কর্টেক্সে মেডুলাতে গেথে নিচ্ছিলেন ভক্ত আশেকানরা বেঁচে থাকার পরীক্ষা দিয়েই যাচ্ছিলো বরাবরের মতো।

# বিধ্বংসী সংঘাত

ক্রোধ ঘৃণা ক্ষোভ হিজরতের একাকিত্ব
বৃষ্টি হয়ে নামে কখনো শিশুর আপাত
অবুঝ চোখে, কখনো মধ্যচল্লিশের চিন্তিত
বলিরেখায়; ভেতরের সংবেদ একই,
শুধু সম্প্রসারণের অনুঘটক ভিন্ন।

এই যে জীবন জীবন করে হাহাকার
এই যে বাঁচার বাঁচানোর নানা সমাহার
একবিন্দুতে পৌঁছে সব যেন বিভ্রম
পরাবাস্তব এক নৈমিত্তিক ঠেলার পাহাড়
গন্তব্য আদতে কিছুই না, সময় যাপন
খুঁজে ফেরা কে কতটুকু দূরের, কে আপন!

উপসংহারে কেউ কোথাও থাকে না
কেউ কারও হয় না, কোথাও থাকে না
বাড়িয়ে দেয়া হাত, চলে নিজের সাথে নিজের
কখনো ব্যক্ত, কখনো অব্যক্ত, অহর্নিশ
অক্লান্ত এক বিধ্বংসী সংঘাত।

# ব্রাত্যজন

একা হওয়াই সব ডানার উড়াল শেষে বাসা বাঁধে, অন্তরে অবতার হয়ে।
এই জনম, যদি গাছের বংশবিস্তারসম শুধু পরাগায়নে সম্পন্ন হতো!
তাহলে দেহগন্ধি এসব আহবান এ বিব্রত প্রায় মনন নিয়ে
আকাশে আকাশে চক্কর কাটতো কোন সে জন!
দিন মাস ফুরায় অদৃশ্য মুক্তির অলীক আশায়।
আলেয়ার ঘোর এবং অমাবশ্যা নক্ষত্রের স্পর্শে গাঢ় থেকে গভীরতর হয়।
পিদিম হাতে যে দীর্ঘকায় ছায়া নিঃসঙ্গতার ধায়, সে কি বাস করে
প্রতি ব্রাত্যজনের কলিজায়!

# সামাজিক সংবিধান যাপন

আমার কিছু নিজস্ব অভিমান আছে, অপ্রকাশ্য।
কেউ কোনোদিন পথ আটকে বলেনি-
'এ বেলা যেও না, থাকো ঘর জুড়ে';
শেষতক আমার কেনো ঘর হয়নি, না বাস্তবে, না কারও মনে।

সহাস্য বদনে সব ব্যথাকে আস্তিনে আড়াল করে
বহুরূপী আমি নিঃসঙ্গতার ভরা কাজল চোখে
করেছি যাপন জীবনের সামাজিক সংবিধান!
যে মানুষে চোখ রেখেছি, দেখেছি - মরা গাঙ।

এত ধুলো ঝরাপাতা মাড়িয়ে, খাদের কিনারে
দাঁড়িয়ে বুঝেছি - আমাকে কেউ ভালোবাসে না,
আমিও বাসি না ভালো আর কোন জন -
নিজেই করপুটে চেপে ধরে করি অভিমান গ্রহণ।

# নিজস্ব প্রযোজনা

তাদের সাথে আমার আর দেখা হয়নি-
যাদের একদিন না দেখলে
শৈশবের প্রতিপল জলজ হয়ে উঠতো অকারণ।
তাদের সাথে কৈশোরের ভোজবাজি দিনগুলো
ফুরোতেই জানলাম জীবন মানে বিস্তার ও
প্রয়োজনের সম্পর্কের এক অনিবার্য পরিণতি।
তারুণ্যের ভলের এক্সেল শিটে ইম্ব্যালেন্স
দেখে চোখ উল্টে ভালোবাসার ময়দানে
এসে দেখলাম  জটিল সব পাশাখেলা।
এখন পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে উদাস আকাশ দেখা নেই,
নেই নিজেকে ভাগের কোনো উত্তুঙ্গ উল্ফালন,
একক সত্তার বিলিবণ্টনে জেনে গেছি-
নিজের চিত্রনাট্যে শুধু নিজেকেই প্রোডিউসার রেখে
করতে হয় দুনিয়াদারির আয়োজন।

## চুম্বনের ফাগুন

তুমি নত হও ক্ষমতার কাছে
তুমি বিক্রি হয়ে যাও
স্বর্গ নরক ভালো মন্দ
এসব সাবটাইটেলের মাঝে;
আমার জন্যে থাকুক
বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের আগুন
আমার জন্যে থাকুক শুধু
ভালোবেসে চুম্বনের যুগল ফাগুন।

# মৃত্যুর সাথে জীবনের বলিদান

এখানে মৃত্যু-ভয়-যন্ত্রণা অর্থহীন
স্বয়ংক্রিয় বেদনা এবং বোধের অবসায়ন,
এর বেশি কথা নয়।
এই যে চাঁদ ও নক্ষত্র,
এই যে শীতল কাফন তুষার দল,
এই যে সেফটিপিনে গেঁথে রাখা
চোখের পাতা অপলক,
উল্টো ঝুলে থাকা বাদুড়ের ডানায় জমাট রক্ত
ও গ্যাংগ্রিনে কাটাপড়া চেতনালোক,
ঐখানে কিছু সত্য নয়;
মানুষের মিছিলে বিদ্ধ এনেস্থেশিয়া
ও বেঁচে থাকার যুদ্ধ অফুরান,
শেষ হয়ে যাবে ফসলের মাঠে
ঘুমের সাথে জীবনের বলিদান।

# ক্ষুধাই প্রাণের প্রমাণ

মৃদঙ্গ শারদ কিচ্ছু নয়
সারা দিন রাত ক্লান্তিতে পা ভেজে
নিজেকে প্রমাণের খেদে,
মুঠোভরা কড়ি উবে গেছে
পরিযায়ী হাঁসের ডানায়
অভিজ্ঞ দুচোখ বাষ্পীয় অচেনা ডেরায়।
জোছনা বরফের জড়াজড়ি
সকাল দুপুর সন্ধ্যা ও দীর্ঘ রাত
অবসরে কম্পমান একদা মুখরকর্মীর হাত।
কত পরীক্ষা, কত প্রতীক্ষা,
অনুশীলনে যে ছকের সময় যাপন,
সেই স্লেটে এখন ভাইরাসের উদ্বাহু উল্ফালন।
তাক করা অঙ্গুলি উজ্জ্বল দিনের আশায়,
ধোঁয়া ওঠা ভাতে সফেদ প্রাণস্পন্দন চমকায়।